# আর্থিক ব্যবস্থাপনা

## Financial Management

# ১

পরিবার, সমাজ, ব্যবসা ও রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি কাজের সাথে অর্থ ও অর্থায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোন একটি কাজ করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তা উক্ত কার্য নির্বাহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার ফলপ্রসূ করার জন্য অবশ্য কতিপয় নীতি ও কলা-কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত এসকল নীতি ও কলা-কৌশলকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ব্যবসা জগতে এর প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি। এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণের সাথে সম্পৃক্ত। আপনারা এই ইউনিট পাঠ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা, কার্যাবলী, আওতা, সংশিণ্ডষ্ট বিষয়সমূহ, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |
|---|---|

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-১.১ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা- সংজ্ঞা ও কার্যাবলী
পাঠ-১.২ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়
পাঠ-১.৩ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবিবর্তন
পাঠ-১.৪ : ফার্মের বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য: মুনাফা সর্বাধিকরণ বনাম সম্পদ সর্বাধিকরণ
পাঠ-১.৫ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব

# পাঠ-১.১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা- সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

## Financial Management- Definition & Functions

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা কী কী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে তা বর্ণনা করতে পারবেন ।

## সূচনা (Introduction)

আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা দৈনন্দিন কর্মকান্ডে অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কিছুই চিন্তা করতে পারি না। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আর্থিক সিদ্ধান্তের মুখোমুখী হতে হয়। আর তাই আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবনের কোন বিষয়কে চিন্তা করা যায় না। আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞানের কর্যাবলী, আওতা ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষার বিষয় হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় ও কার্যাবলীতে মৌলিক ও আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তির প্রাথমিক স্তরে এটাকে মূলতঃ অর্থসংগ্রহ (raising of fund) হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমান এই উন্নত, আধুনিক ও পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে আধুনিক শিক্ষার বিষয় হিসেবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতা আরোও বর্ধিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার বিষয় হিসেবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থের প্রয়োজনীয়তা, পরিমাণ নির্ণয়, উৎসসমূহ ও সেগুলির বিভিন্ন শর্তসমূহ বিবেচনা করে অর্থ সংগ্রহ এবং এই সংগৃহীত অর্থকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে সঠিক উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থসংস্থান ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতা ও ব্যপ্তি পরিবর্ধিত হচ্ছে।

## আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Financial Management)

বাস্তবে আপনি তিন ধরনের এজেন্ট (Agent) বা একক (Unit) দেখতে পাবেন। এই এককগুলো হলো-

- ব্যক্তি (indivisuals)
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (firms)
- সরকার (government)

এই প্রতিটি এককের যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা অর্থনৈতিক লেনদেন করার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত নীতি, কাঠামো, সূত্র, পদ্ধতি ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়। এগুলোর পেছনে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত কলা-কৌশলগুলো ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়াই আর্থিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের বিভিন্ন খাতে অর্থের প্রয়োজন, পরিমাণ নির্ণয়, অর্থের বিকল্প উৎসসমূহ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন নীতি ও শর্তসমূহ বিবেচনার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়াকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। অন্যভাবে, বলা যায় যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা এমন একটি পদ্ধতি যা অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিল সংগ্রহ, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের সকল বিষয়ের সাথে জড়িত। বিভিন্ন

লেখক অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাহলে আসুন নিচে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করি-

- **জেমস্ সি. ভ্যান হর্ন (James C. Van Horne)** তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাজকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলেছেন সিদ্ধান্ত তিনটি হলো- (ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (খ) অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও (গ) লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত।
  - (ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (Investment decision)ঃ এটি মূলতঃ মূলধন বিনিয়োগের সাথে সংশিশুষ্ট। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সর্বাধিক মুনাফা প্রাপ্তব্য বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে মূলধন বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
  - (খ) অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত (Financing decision): পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান মিশ্রণ যা শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বাধিকরণে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধাজনক উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
  - (গ) লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত (Dividend decision): লভ্যাংশ বিতরণ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংরক্ষিত আয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং যা শেয়ার মালিকদের সম্পদ সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্য মুল্যায়নেও সহায়তা করে।

- **রেমন্ড পিঃ নেভিউ (Raymond P. Neveu)** কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তহবিলের উৎস ও তহবিল ব্যবহারের ব্যবস্থাপনাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলেছেন। এখানে তিনি তহবিলের উৎসসমূহ বলতে উদ্বর্তপত্রের দায়-মূলধন পার্শ্বে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে বুঝিয়েছেন এবং তহবিলের ব্যবহার বলতে উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে বুঝিয়েছেন। তিনি পাঠ্যবিষয় হিসেবে আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে দুটি ভিন্ন কার্যাবলী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন-

(ক) অর্থায়ন (Financing) ও (খ) বিনিয়োগ (Investment).

এখানে অর্থায়ন বলতে তিনি তহবিলের উৎসসমূহের ব্যবস্থাপনাকে, অর্থাৎ তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থাপনাকে বুঝিয়েছেন এবং বিনিয়োগ বলতে তহবিলের ব্যবহার ব্যবস্থাপনাকে বুঝিয়েছেন।

- **আর. এ. স্টিভেনসনের ভাষায় (R. A. Stevenson)** -এর মতে 'অর্থায়ন বলতে সেই উপায়কে বুঝায় যা দ্বারা তহবিল সংগ্রহ করা যায় এবং তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও বন্টন সম্ভবপর হয়।'

আর্থিক ব্যবস্থাপনা আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও পুনঃপরিকল্পনার সাথে জড়িত। আবার অর্থসংস্থানের এসব কার্যাবলী ব্যবসায়ের অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত।

উপরের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও আলোচনার আলোকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে সেই পদ্ধতিকে বুঝায়, যা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ নির্ণয়করণ, উপযুক্ত উৎসসমূহ নির্ণয়করণ, বিভিন্ন নিয়ম নীতি ও শর্তসমূহ বিশেগুষণ করে সবচেয়ে সুবিধাজনক উৎস থেকে সে অর্থ সংগ্রহ ও তার সঠিক বিনিয়োগ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনায়, নিয়ন্ত্রণে ও সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা কী তা জানা হল। এবার তাহলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

## আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কী কী কাজ করা দরকার তা সঠিকভাবে নির্ণয় করে, তা সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সকল প্রধান প্রধান আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করে তাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

ক) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial functions) এবং

খ) দৈনন্দিন কার্যাবলী (Routine functions)

এবার আসুন আলোচনার মাধ্যমে জেনে নেই, এই দুই প্রকার কার্যাবলী বলতে মূলতঃ কোন ধরনের কার্যাবলীকে বুঝায়।

**ক) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial functions)**

একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে মূলতঃ তিনটি কার্য সম্পাদন করে থাকে।

- বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (Investment decision)- ভবিষ্যতে সর্বাধিক মুনাফা প্রাপ্তব্য বিভিন্ন প্রকল্পে তহবিল বন্টন।
- অর্থসংস্থান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত (Financing decision)- পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান মিশ্রণ যা শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বাধিকরণে সহায়তা করে।
- লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত (Dividend decision)- অর্জিত মুনাফা হতে লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিপনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ।

সুতরাং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হলো এমন এক সত্বা যা একই সাথে এই তিনটি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একদিকে অর্থসংস্থানের কার্যক্রমের সাথে অপৃথকীকরণকৃত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং অন্যদিকে উৎপাদন ও বিপণনের সাথে একই সম্পর্ক বিদ্যমান।

**অনুশীলন :**

একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- একটি চামড়ার ব্যাগ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে ধরনের বিনিয়োগ, অর্থসংস্থান ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দ)

যদিও উৎপাদন, বিপণন ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে অর্থসংস্থানের কার্যাবলীকে পৃথক করা দূরূহ ব্যাপার, তারপরেও অর্থসংস্থানের নিজস্ব দুটি কার্যাবলী আছে। সেগুলো হল-

**১। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial functions) ও**

**২। দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের কার্যাবলী (Routine functions).**

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী, অর্থাৎ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থানের সিদ্ধান্ত এবং লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

- **বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বা সম্পত্তি মিশ্রণ (Investment decision or Asset Mixed)**

একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসেবে আপনাকে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি হচ্ছে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে (asset) বিনিয়োগ করলে কোম্পানির উদ্দেশ্য অর্জনে সুবিধা হবে তা নির্ধারণ করা। সেজন্য প্রয়োজন হবে বিভিন্ন প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় বা মুনাফা পরিমাপ করা। যেহেতু প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করতে হয়, সেহেতু সেখানে রয়েছে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি। তাই কোন বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এখানে কি পরিমাণ অর্থ কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে (দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী) বিনিয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিনিয়োগ প্রকল্প বা সম্পত্তিকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

i) স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ : এই ক্ষেত্রে চলতি সম্পত্তি (current asset) তে বিনিয়োগের বিষয়টি বলা হয়েছে, এখান থেকে এক বছরের কম সময়ের জন্য সুবিধা পাওয়া যায় মাত্র। একে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা (Working Capital Management) ও বলা হয়।

ii) দীর্ঘমেয়াদী সম্পত্তি বা প্রকল্পে বিনিয়োগ : যেখান থেকে অনেক বছর ধরে আয় করা সম্ভব, এ সব প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূলধন বাজেট (Capital budgeting) করা হয়।

### ক) মূলধন বাজেটিং (Capital budgeting )

মূলধন বাজেট সিদ্ধান্ত ঐ সকল প্রকল্প নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলি থেকে ভবিষ্যতে বেশ কয়েক বছর ধরে আয় আসতে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ প্রকল্পের জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, প্রকল্পের কার্যকাল, ঐ প্রকল্প থেকে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয়, আয়ের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এসব দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প নতুন বা পুরাতন প্রকল্পের সংস্কার বা পরিবর্তনের মাধ্যমেও হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মূলধন বাজেট সিদ্ধান্তের জন্য (i) সামগ্রিক সম্পত্তি বা মুনাফালভ্য প্রকল্প ও তাদের খরচ (ii) ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা (iii) প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি ও (iv) মূলধন খরচ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে মূলধন বাজেটের পদ্ধতি (যা পরে আলোচনা করা হবে) -এর সাহায্যে প্রকল্পগুলি মূল্যায়ন করে সবচেয়ে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

### খ) চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা (Working Capital Management)

শুধুমাত্র স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান সচল রাখা যায় না। তাই চলতি সম্পত্তিতেও অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এজন্য যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে ঐ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়। চলতি মূলধনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ফার্মের লাভ-অর্জন ক্ষমতা (Porfitability) ও তারল্য (Liquidity) -এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই তাঁর প্রধান কাজ। কোন কোম্পানি যদি চলতি মূলধনে অধিক বিনিয়োগ করে বা মূলধন যদি অব্যবহৃত থাকে, তাহলে লাভ-অর্জন ক্ষমতা কমে যাবে। আবার যদি চলতি সম্পত্তিতে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায় তাহলে কোম্পানির চলতি দেনা পরিশোধে অসুবিধা হয়। এতে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কম না হয়, আবার দেনা পরিশোধের অপারগতা সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্মুখীন না হতে হয়। চলতি মূলধনের প্রধান প্রধান উপাদান হলো নগদ তহবিল, কাঁচামাল বা উৎপাদিত দ্রব্যের মজুত, বিবিধ দেনাদার, প্রাপ্যবিল ইত্যাদি।

- **অর্থসংস্থানের সিদ্ধান্ত (Financing Decision)**

আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসেবে আপনার যে কাজটি হবে তাহলো প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা। অর্থাৎ, আপনাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঐ বিনিয়োগের অর্থসংস্থান কীভাবে করা হবে বা কোন উৎস থেকে এবং কখন ঐ প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন (equity) এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন (debt capital) থেকে সংস্থান করা হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে এ সিদ্ধান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মালিকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধনের মিশ্রণকে মূলধন কাঠামো মিশ্রণ বলা হয়। যে মূলধন কাঠামো মিশ্রণে মূলধন খরচ সবচেয়ে কম হবে এবং শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হবে, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে। কাম্য মূলধন কাঠামো রক্ষা করাই হচ্ছে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কোম্পানির অর্থসংস্থানে ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করা হলে যদিও শেয়ার প্রতি আয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এর ফলে মালিকদের সার্বিক আয় ও ঝুঁকি বেড়ে যায়। আবার যদি শুধু মালিকের মূলধন ব্যবহার করা হয় তাহলে ঝুঁকি কম থাকে, তবে শেয়ার প্রতি আয় কমে যায়। কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের আয় ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূলধন মিশ্রণে যখন কম ঝুঁকিতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব, তখনই কোম্পানির শেয়ার মূল্য বা শেয়ার মালিকদের সম্পদ সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব; আর ঐ মূলধন মিশ্রণকেই বলা হয় কাম্য মূলধন মিশ্রণ। ঐ কাম্য মূলধন মিশ্রণের কাঠামো নির্ধারণ করাই প্রকল্পের অর্থসংস্থানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

- **লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত (Dividend Decision)**

  পরিকল্পিত ও গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোম্পানি যে মুনাফা অর্জন করে, সেই মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপককে নিতে হয়। অর্থাৎ, অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ না আংশিক শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা ঠিক করে নিতে হয়। আংশিক মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করলে শেয়ার মূল্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বিবেচনা করতে হবে। আবার যদি ঐ কোম্পানির বিনিয়োগ সুযোগ থাকে, তাহলে সেই বিনিয়োগে অর্থসংস্থান করার জন্য মুনাফার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। তাই কোম্পানির শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশের ব্যাপারে প্রত্যাশা ও ভবিষ্যতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে অর্জিত মুনাফার যে অংশ মালিকদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাকে মুনাফা বন্টন হার (Dividend payout ratio) বলা হয়। অর্থাৎ, যে লভ্যাংশ বন্টন হার কোম্পানির শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্ট রেখে এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সুযোগের সদ্ব্যবহারের সংস্থান রেখে শেয়ার মূল্য সর্বাধিক করতে পারে তাই 'কাম্য লভ্যাংশ বন্টন' (optimum dividend payout ratio)। তাছাড়া, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদানের স্থায়ীত্ব এবং বোনাস শেয়ার ও নগদ লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপককে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় ও সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

**অনুশীলন:**

একটি নতুন গার্মেন্টস কারখানায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তে কোন কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে আপনি মনে করেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

## ২। দৈনন্দিন কার্যাবলী (Routine Function)

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরোও কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়; তাকে বলে দৈনন্দিন বা আনুষঙ্গিক (incidental) কার্যাবলী। প্রধান প্রধান দৈনন্দিন কার্যাবলী হলো (ক) তহবিল গ্রহণ ও প্রদান তদারক এবং উদ্বৃত্ত তহবিল সংরক্ষণ। (খ) বীমা পলিসি ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র সংরক্ষণ (গ) বহিঃ অর্থসংস্থানের তথ্য সংগ্রহ এবং (ঘ) হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি।

দুই- তিন দশক পূর্বে অর্থসংস্থানের কার্যাবলী হিসেবে মূলতঃ দৈনন্দিন কার্যাবলীকে বুঝানো হত। কিন্ত সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে পৃথিবী, আর তাই আধুনিককালে অর্থসংস্থানের কার্যাবলীও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে যা নিচে বর্ণনা করা হলো-

- **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning)**

আর্থিক পরিকল্পনা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদী কার্যাবলীর পরিকল্পনা করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপককে ফার্মের কার্যাবলীর সার্বিক দিক বিবেচনা করতে হয়। কোম্পানির গৃহীত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা আগে থেকে নির্ণয় করতে হয়। জমি, ইমারত, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়, যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণ, কলকব্জা ও সরঞ্জামাদির পুনঃস্থাপন ও কাজের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। আর এই সব কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপককে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়, যার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপক অদূর ভবিষ্যতে আনুমানিক বিক্রয়ের পরিমাণ এবং অর্থের অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ নিরুপণ করতে পারেন। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সিদ্ধান্তও আর্থিক ব্যবস্থাপককে তার আর্থিক পরিকল্পনার সময় চিন্তা করতে হয়। ব্যাপারটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করা যাক। ধরুন, আপনি যে কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক সেই কোম্পানির সমজাতীয় অন্য একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে কম খরচে জিনিস উৎপাদন করছে। এই অবস্থায় আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। সুতরাং এটিকেও আর্থিক ব্যবস্থাপকের আর্থিক পরিকল্পনায় স্থান দিতে হবে।

- **উৎস সনাক্তকরণ (Source Identification)**

আর্থিক পরিকল্পনা করার পর আর্থিক ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো এই পরিকল্পিত অর্থের প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য প্রাপ্তব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপককে মালিকের নিজস্ব মূলধন, সংরক্ষিত মুনাফা, ব্যাংক, বন্ধু-বান্ধব, অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উৎস সনাক্ত করতে হয়, যেখান থেকে সহজ শর্তে বা কম খরচে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

- **তহবিল সংগ্রহ (Raising of Funds)**

সনাক্তকৃত বিভিন্ন উৎস হতে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী পূরণ করার মাধ্যমে পরিকল্পিত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ। এক্ষেত্রে উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আরোপিত বিভিন্ন শর্তাবলী বিবেচনা করতে হয়। এছাড়া তহবিলের মেয়াদ কালীন খরচ (cost of fund) এবং এই অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রাপ্তব্য আয় (benifit) -এগুলিও বিবেচনা করতে হয়।

- **তহবিল বিনিয়োগ (Investment of Funds)**

ভবিষ্যতে সর্বাধিক লাভজনক বিভিন্ন প্রকল্পে তহবিল বিনিয়োগ আর্থিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপককে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের খরচ ও আয় (cost & benefit) বিশেগুষণ করতে হয়। যে সব প্রকল্পে আয় ব্যয় অপেক্ষা বেশি, সে সব প্রকল্প সমূহকে প্রথমত সনাক্তকরণ এবং তারপর এই সনাক্তকৃত প্রকল্পের মধ্যে যে সব প্রকল্পে সর্বাধিক আয়, সেসব প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়।

- **মূলধন সংরক্ষণ (Protection of Capital)**

ব্যবসা ক্ষেত্রে সব সময়ই অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। এই কারণে যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মোকাবেলা করতে হয়। সাধারণত মুনাফা অর্জনের জন্য ঝুঁকি নিতেই হয়, কিন্তু এমন ঝুঁকি গ্রহণ করা উচিত নয় যা মূলধনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপককে সম্পত্তির থেকে সম্ভাব্য উপার্জনের সাথে জড়িত ঝুঁকির সমন্বয় সাধন করতে হয়, অর্থাৎ ঝুঁকি-আয় সমন্বয় (Risk-return trade-off) করতে হয়।

- **তহবিলের ব্যবস্থাপনা (Managing Funds)**

আর্থিক ব্যবস্থাপককে উপার্জনের ক্ষমতা ও সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়ন করতে হয়। যেমন-দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সুদ পাওয়ার জন্য ব্যাংকে আমানত করতে পারেন বা অন্য কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকে আমানত নিরাপদ কিন্তু কম লাভজনক। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প লাভজনক কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিক একইভাবে, চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে দেখতে হবে যেন অধিক বা কম বিনিয়োগ না হয়। এক্ষেত্রে অল্প বিনিয়োগে ফলে দেখা দিবে তারল্য সমস্যা। অধিক বিনিয়োগে তারল্য বৃদ্ধি ও মুনাফা লভ্যতা হ্রাস এবং অল্প বিনিয়োগের ঝুঁকি বৃদ্ধি ও মুনাফা লভ্যতা বৃদ্ধি -এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

- **নগদ প্রবাহের পূর্বানুমান (Forecasting Cashflow)**

ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে প্রতিনিয়ত নগদ অর্থের বহিঃ ও অন্তঃ প্রবাহ হচ্ছে। নগদ অর্থ ব্যবসা পরিচালনার হাতিয়ার। কেননা এটি ছাড়া ব্যবসার গতি সচল রাখা যায় না। তাই একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ অন্তঃপ্রবাহের সাথে নগদ বহিঃপ্রবাহের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। আর্থিক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই তার দেনাদারদের নিকট হতে প্রাপ্য অর্থের অন্তঃপ্রবাহ ও সময়কাল সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হবে, কারণ সেই অনুসারে পাওনাদারদের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করতে হবে।

- **ভবিষ্যৎ মুনাফা পূর্বানুমান (Forecasting Future Profits)**

একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশেগুষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মুনাফা পূর্বানুমান করতে হয়। ভবিষ্যত ব্যয় ও বিক্রয় সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারলে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক ভবিষ্যত প্রত্যাশিত মুনাফা নির্ণয় করতে পারেন। ঠিক তেমনিভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপক কোন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের সময় আনুমানিক মুনাফা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন করে থাকেন।

- **সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা (Managing Assets)**

আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি, যেমন- কলকজা, যন্ত্রপাতি, মজুতপণ্য ইত্যাদির ব্যবহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তারল্য ও লাভ অর্জন ক্ষমতার কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমন- অব্যবহৃত সম্পত্তিকে নগদ অর্থে পরিণত করলে তা ফার্মের তারল্যতা বৃদ্ধি করে। আবার ব্যয় কম হলে তা মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

- **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control)**

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ভর করে। কারণ ব্যয় কম হলে মুনাফার পারিমাণ বাড়বে। আর এজন্য আর্থিক ব্যবস্থাপককে উৎপাদন ব্যয় পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করতে হয় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন হিসাবের বই, বিবরণী ও অন্যান্য লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাবলী গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করতে হয়।

- **মূল্য নির্ধারণ (Pricing)**

উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপণন প্রক্রিয়া, পণ্যের মান, বিক্রয়ের পরিমাণ ও ব্যবসায়ের ভাবমূর্তির কথা চিন্তা করতে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপক পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিভিন্ন উৎপাদন স্তরে ব্যয়ের পরিবর্তন এবং প্রত্যাশিত মুনাফা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং আর্থিক ব্যবস্থাপক পণ্যমূল্য নির্ধারণে ব্যাপক সহায়তা করেন।

**অনুশীলন**

একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং একটি বৃহদাকার কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যাবলীর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ২৫০ শব্দ)

**সারসংক্ষেপ :**

- আধুনিক শিক্ষার বিষয় হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থের প্রয়োজনীয়তা, পারিমাণ নির্ধারণ, উৎসসমূহ ও সেগুলির বিভিন্ন শর্তসমূহ বিবেচনা করে অর্থ সংগ্রহ এবং এই সংগৃহীত অর্থকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে সঠিক উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বা মূল দু'টি কার্যাবলী হচ্ছে- (ক) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং (খ) দৈনন্দিন কার্যাবলী।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে মূলতঃ তিনটি কার্য সম্পাদন করে থাকে- (১) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (২) অর্থসংস্থান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত (৩) লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত।
- বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের দুটি বিষয় হচ্ছে- (১) মূলধন বাজেটিং, ও (২) চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা।
- ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যেসকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়, তাকে দৈনন্দিন কার্যাবলী বলে।
- দৈনন্দিন কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়- আর্থিক পরিকল্পনা, উৎস সনাক্তকরণ, তহবিল সংগ্রহ, তহবিল বিনিয়োগ, মূলধন সংরক্ষণ, তহবিলের ব্যবস্থাপনা, নগদ প্রবাহের পূর্বানুমান, ভবিষ্যত মুনাফা পূর্বানুমান, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি।

# পাঠ-১.২ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়
## Financial Management and Other Related Discipline

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি কী তা বলতে পারবেন;
- সম্পর্কিত বিষয়গুলির সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক কী তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- সম্পর্কিত বিষয়গুলির সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য কোথায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য ব্যবসা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক ও পার্থক্য কী তা আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, বিপণন, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও সংখ্যাবাচক (Quantitative) বিষয়গুলির সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। যদিও এ বিষয়গুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আসুন আমরা ঐ বিষয়গুলির সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক ও পার্থক্য দেখার চেষ্টা করি।

### আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি (Financial Management & Economics)

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি এই বিষয় দুটির মধ্যে যেমন কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তেমনি একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে। নিচে এ দু'টি বিষয়ের আওতা দেখানো হলো।

#### (ক) সমষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics)

এটি সর্বোপরি সেই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যার ভেতর একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার কার্যাবলী সম্পাদন করে। অন্যভাবে, সর্বোপরি একটা অর্থনৈতিক পরিবেশকে সমষ্টিক অর্থনীতি বলে। সমষ্টিক অর্থনীতি মূলতঃ একটি সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অর্থ ও মূলধন বাজার -এর আর্থিক মাধ্যমসমূহ (intermediaries), আর্থিক ঋণ ও রাজস্ব (Fiscal) নীতি এবং আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ। যদিও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ভেতর কাজ করে, তবুও আর্থিক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। তাঁদের অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা দরকার।

(i) কীভাবে আর্থিক নীতি তহবিলের মূল্য ও পর্যাপ্ততাকে প্রভাবিত করে, তাদের তা জানা উচিত ও কারণ চিহ্নিত করা উচিত।

(ii) কীভাবে রাজস্ব নীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

(iii) সম্ভাব্য বিনিয়োগ ও অর্থসংস্থানকে মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এবং কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানা উচিত।

(iv) সিদ্ধান্তের পরিবেশের জন্য বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে জানা উচিত।

#### (খ) ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics)

এটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত। এটি নিজেই নিজের কার্য পরিচালনার পর্যাপ্ত নীতি নির্ধারণ করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ব্যষ্টিক অর্থনীতির মতবাদসমূহ পরিচালিত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফলপ্রদ কার্য পরিচালনার জন্য। এই মতবাদসমূহ সেইসব কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণী প্রদান করে যা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতির মতবাদ ও ধারণাসমূহ অর্থসংস্থান ও সার্বিক অর্থসংস্থানের জন্য

অপরিহার্য । কারণ এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত (i) চাহিদা-যোগান সম্পর্ক ও মুনাফালভ্যতা সর্বাধিকরণ নীতি পদ্ধতি, (ii) উৎপাদনের চলকসমূহ, পর্যাপ্ত বিক্রয় স্তর ও দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের নীতি পদ্ধতি, (iii) উপযোগ-প্রাধান্যতা, ঝুঁকি ও মূল্য নির্ধারণ (iv) সম্পত্তির অবচয়ের যুক্তিযুক্ততা নির্ণয়। এখানে একটি কথা বলা অপরিহার্য যে, প্রাথমিকভাবে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে তার আর্থিক সিদ্ধান্তে সহায়তার জন্য প্রান্তিক বিশেগুষণের কাজে ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণাসমূহ ব্যবহার করতে হয়। যার ফলে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক প্রান্তিক খরচ ও আয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, যা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, আর্থিক ব্যবস্থাপকদের একইসাথে আর্থিক পরিবেশ ও সিদ্ধান্তের মতবাদসমূহ বোঝার জন্য অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়।

### অর্থসংস্থান ও হিসাববিজ্ঞান (Finance & Accounting)

ধারণাগতভাবে অর্থসংস্থান ও হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক বলা হয় দুটি আয়তনে। প্রথমতঃ বিষয় দু'টি ঐ মাত্রায় ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত যে পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞান আর্থিক সিদ্ধান্তের উপাদান হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ বিষয় দু'টির মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেগুলি হলো-

অর্থসংস্থানের কার্যাবলীর উপাদান হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী অপরিহার্য্য অর্থাৎ, হিসাববিজ্ঞান হলো অর্থসংস্থানের সহকারী কার্যাবলী। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আহরণের কার্যাবলী হিসাববিজ্ঞান সম্পাদন করে। হিসাববিজ্ঞানের সর্বশেষ কার্য হলো উদ্বর্তপত্র, লাভ-লোকসান বিবৃতি ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের বিবৃতি (তহবিলের উৎস ও ব্যবহার বিবৃতি) তৈরি করা। এইসব বিবৃতি দর্শনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিগত দিনে সম্পন্ন কার্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত পথ নির্দেশনা পেতে পারেন। সুতরাং, অর্থসংস্থান ও হিসাববিজ্ঞান কার্যপদ্ধতির দিক থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু এদের ভেতর কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পার্থক্য তহবিল পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় পার্থক্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত।

### (ক) তহবিল পরিচালনা (Treatment of Funds)

হিসাববিজ্ঞানে তহবিল পরিমাপ (আয় ও ব্যয়) করা হয় বকেয়া নীতির ভিত্তিতে (accrual principle system)| অর্থ আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হয় যখন লেনদেন সংঘটিত হয় তার ভিত্তিতে, কিন্তু অনেক লেনদেন যখন সংঘটিত হয় তখনই নগদ অর্থ আদান বা প্রদান করা হয় না। বকেয়াভিত্তিক তথ্যসমূহ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে না। এটি অর্থনৈতিক অসমর্থতা (insolvency) বাড়ায়। অন্যদিকে, অর্থসংস্থানে তহবিল পরিচালনা তহবিল প্রবাহ ভিত্তিক। অর্থাৎ, আয় ও ব্যয় ঐ সময় হিসাবভুক্ত হয় যখন তা প্রকৃতভাবে প্রদত্ত বা আদায়কৃত হয়। সুতরাং, তহবিল প্রবাহ ভিত্তিক তহবিল পরিচালনা আর্থিক ব্যবস্থাপককে অসমর্থতা পরিহার এবং কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

### (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making)

হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো আর্থিক তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন। এটি অত্যন্ত সহজভাবে বিগত তথ্য সরবরাহ, উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদান এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনা ব্যাখ্যা করে।

অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থাপক আর্থিক সিদ্ধান্তের জন্য এই সব তথ্য ব্যবহার করেন। এর অর্থ এই নয় যে, হিসাববিজ্ঞানী কোন সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না বা আর্থিক ব্যবস্থাপক কখনও তথ্য সংগ্রহ করেন না। কিন্তু প্রাথমিকভাবে হিসাববিজ্ঞানী তথ্য সংগ্রহ করেন ও উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে আর্থিক ব্যবস্থাপকের প্রধান কর্তব্য আর্থিক পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, পরিশেষে একথা বলা যায় যে, হিসাববিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ অর্থসংস্থানের কাজ সেখানে শুরু।

**অনুশীলন :**
মনে করুন, আপনি একটি বৃহৎ পোষাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। আগামী বৎসর আপনি ৫ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করে পোষাক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? সুনির্দিষ্ট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

## অর্থসংস্থান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ
## (Finance and other Related Disciplines)

অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান ছাড়াও অর্থসংস্থান দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো অনেক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- বিপণন, উৎপাদন ও পরিমাণবাচক পদ্ধতিসমূহ। আর্থিক ব্যবস্থাপককে নতুন পণ্য উন্নয়ন ও প্রমোশন (promotion) পরিকল্পনাও চিন্তা করতে হয় যা সম্পূর্ণরূপে বিপননের কাজ; যদিও তাঁদের পরিকল্পনাসমূহের জন্য তহবিল বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং পরিকল্পিত তহবিল প্রবাহে সেই পরিকল্পনাগুলি প্রভাব বিস্তার করে। একইভাবে, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে দরকার হয়ে পড়ে মূলধনী ব্যয়সমূহ যা আর্থিক ব্যবস্থাপক অবশ্যই মূল্যায়ন করেন এবং অর্থসংস্থান করেন। পরিশেষে, পরিমাণবাচক পদ্ধতিতে আবিস্কৃত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক জটিল আর্থিক সমস্যাগুলি বিশেøষণ ও সমাধান করে থাকেন।

সুতরাং পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বিপণন, উৎপাদন ও পরিমাণবাচক পদ্ধতিসমূহ দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থসংস্থানের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত এবং প্রকৃতিগতভাবে এগুলি সহায়কের ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান অর্থসংস্থানের প্রাথমিক বিষয়সমূহ।

অর্থসংস্থান ও সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে অন্যান্য সহায়ক বিষয়গুলির মধ্যকার সম্পর্ক নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

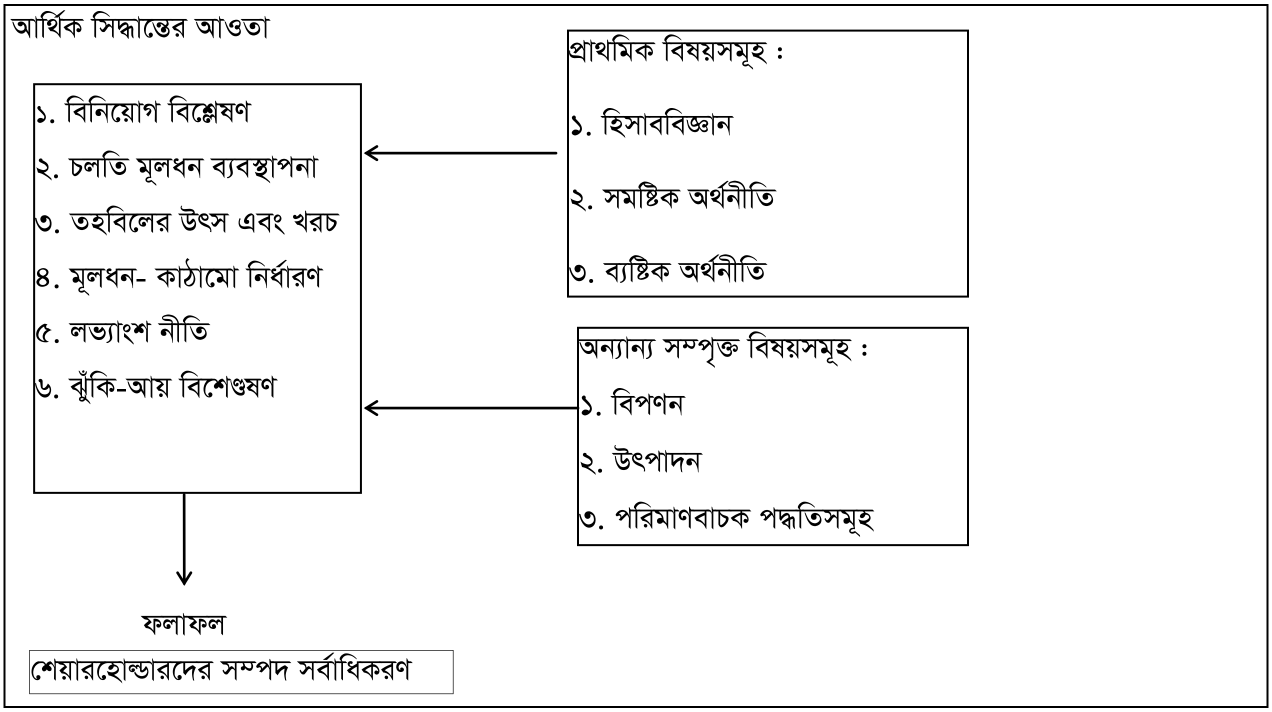

**সারসংক্ষেপ :**

- অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, বিপণন, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও সংখ্যাবাচক বিষয়গুলির সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।
- যদিও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ভেতর কাজ করে তবুও আর্থিক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে হবে।
- প্রাথমিকভাবে একজন আর্থিক ব্যস্থাপককে তাঁর আর্থিক সিদ্ধান্তে সহায়তার জন্য প্রান্তিক বিশেগুষণের কাজে ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণাসমূহ ব্যবহার করতে হয়।
- অর্থসংস্থানের কার্যাবলীর উপাদান হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী অপরিহার্য। অর্থাৎ, হিসাববিজ্ঞান হলো অর্থসংস্থানের সহকারী কার্যাবলী। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আহরণের কার্যাবলী হিসাববিজ্ঞান সম্পাদন করে।
- তহবিল প্রবাহভিত্তিক তহবিল পরিচালনা আর্থিক ব্যবস্থাপককে অসমর্থতা পরিহার এবং কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।
- প্রাথমিকভাবে হিসাববিজ্ঞানী তথ্য সংগ্রহ করেন ও উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে আর্থিক ব্যবস্থাপকের প্রধান কর্তব্য আর্থিক পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত।
- বিপণন, উৎপাদন ও পরিমাণবাচক পদ্ধতিসমূহ দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থসংস্থানের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত এবং প্রকৃতিগতভাবে এগুলি সহায়কের ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান অর্থসংস্থানের প্রাথমিক বিষয়সমূহ।

# পাঠ-১.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবিবর্তন

**Chronological Evolution of Financial Management**

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- বিষয় হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভূমিকা কখন থেকে কীভাবে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্ব পেতে শুরু করে তা বলতে পারবেন;
- শিল্প বিপণ্ডবের সময় এ বিষয়ের গুরুত্ব কীভাবে বৃদ্ধি পায় তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

## আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ

বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক পর্যায়েই উদ্ভব হয়নি। মূলতঃ দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে পরিবর্তনশীল পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নিচে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচিত হলো-

### ব্যবসা একত্রিকরণ, আর্থিক বিবরণী তৈরি ও বিশ্লেষণ (১৮৯০-১৯০০)

বিংশ শতাব্দির (১৯০০সাল) গোড়ার দিকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অর্থায়নের (ফিন্যান্স) যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে অর্থসংস্থানকে অর্থনীতির বিষয়ের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত। সে সময় এ বিষয়টি মূলধন বাজারের দলিলাদি, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রক্রিয়াগত বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত যুক্তরাষ্টেথ কোম্পানিগুলির একত্রিকরণ প্রক্রিয়া চালু ছিল। ১৮৯৯ সালে জে. ডি. রকি ফেলার যুক্তরাষ্টেথর নিউজার্সি শহরে Standard Oil Company গঠনের মাধ্যমে Standard Oil group of Companies গুলিকে একত্রিকরণ করে। ১৯০০ সালে U.S. Steel কোম্পানি গঠিত হয়ে তৎকালীন যুক্তরাষ্টেথর বাজারের ৬৩ শতাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সময় ঐ কোম্পানির মূলধন ছিল প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ইতোপূর্বে কখনও কোন কোম্পানির ছিল না। ঐ সময় আরো প্রায় ৩০০টি একত্রিকরণকৃত (mergers) কোম্পানি যুক্তরাষ্টেথর বাজারে কাজ করছিল। ঐ একত্রিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বড় ধরনের অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং মূলধন কাঠামো ব্যবস্থাপনা কোম্পানির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। সেই সময় থেকে অর্থসংস্থান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটা পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটা উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী তৈরি ও তার বিশেণ্ডষণ ছিল প্রাথমিক স্তরে যা শুধু কোম্পানির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো।

### শিল্পবিপণ্ডব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন (Industrial Revolution & Technological Development) (১৯১০-১৯২০)

১৯২০ এর দশকে একইসাথে প্রধান প্রধান প্রযুক্তিগত আবিস্কার ও হেনরি ফোর্ড এর সাফল্য ১৯১৩ সালে ব্যাপক উৎপাদন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সম্পূর্ণ শিল্পের আবিস্কার হয়, যেমন রেডিও ও বেতার বার্তা। এই নতুন শিল্পগুলো শুধুমাত্র ব্যাপক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলো না বরং একই সাথে ব্যাপক মুনাফাও উপার্জন করতে সক্ষম হলো। ফলে অর্থসংস্থান ও সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ এর সমস্যা এবং বিশেষ করে তারল্য সমস্যার কথা বিবেচনা করা আরম্ভ করল। যদিও এসব নতুন শিল্পে অর্থসংস্থান সমস্যা এবং ক্রমান্বয়ে একত্রীকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য মূলধন কাঠামো সমস্যার জন্য আর্থিক শিল্প হিসেবে বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো। এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল দলিলপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যাংকিং সিন্ডিকেট প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু ব্যাংকিং সিন্ডিকেট এই সব দলিলপত্রের প্রকৃত বিনিয়োগকারীকে খুঁজে বের করার সমস্যার মুখোমুখী হলো।

## আর্থিক মন্দা এবং উত্তরণ :১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশক (Depression & Recovery: The 30s & 40s)

১৯২৯ সালে শেয়ারবাজার পতন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক মন্দা এই শতাব্দীতে নিকৃষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে Dow Jones এর গড় পড়তা ৩০টি শিল্পের শেয়ার মূল্য ৮৯% (৮৯ শতাংশ) নেমে গেল। U.S. Steel Common Stock এর প্রতি শেয়ারের মূল্য ৳২৬২ থেকে ৳২১ এ দাঁড়াল ; General Motors এর শেয়ার মূল্য ৳৯২ থেকে ৳৭ এ নামল এবং RCA এর শেয়ার মূল্য ৳১১৫ থেকে ৳৩ এ নামল। জাতীয় বেকারত্বের হার ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ৩.২% থেকে ২৫% এ উন্নীত হল এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই হার ১০% এর উপর থাকে এবং ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক প্রকাশ ঘটলো।

দেউলিয়াত্ব, পুনঃগঠন এমনকি টিকে থাকাই অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রাথমিক স্তরে মূলধন কাঠামো সিদ্ধান্তে ঋণকে অর্থসংস্থানের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো  যা ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ও তারল্য সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিল। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন ও টিকে থাকার পরিকল্পনা আর্থিক ব্যবস্থাপনার নতুন কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হলো। এইসব অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ ফেডারেল (Federal) বিধান আনয়ন করল যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করলো।

## ১৯৫০ এর দশক (Since 1950s)

১৯৪০ -এর দশক এবং ১৯৫০ -এর দশকের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সময়কে অর্থসংস্থানের সনাতন যুগ হিসেবে চিন্তা করা হয়, যা ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে বিকশিত হয়েছিল। সে সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বহিরাগতদের (out siders) থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হত। যেমন-ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারী, কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিতর সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিবেচনা করা হত না।

১৯৫০ -এর দশকের মধ্যভাগে মূলধন বাজেটিং ও অন্যান্য সম্বন্ধযুক্ত বিষয়সমূহ অর্থসংস্থানকে পুরোভাগে ত্বরান্বিত করল। এর ফলে নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প সনাক্তকরণে নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের আবির্ভাব হলো যা ব্যবসায়ের মূলধনের দক্ষ বন্টনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করল।

তারপর এলো কম্পিউটার (Computer)। ১৯৫০ এর দশক থেকে জটিল তথ্য প্রক্রিয়া ও উপাত্ত (data) আর্থিক ব্যবস্থাপককে সরবরাহ করা হত যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর্থিক ব্যবস্থাপককে দারুণভাবে সাহায্য করত। আর্থিক সমস্যা সমাধানে শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হল। অধিক সম্ভাব্য নিয়মতান্ত্রিক ও সফল সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও আর্থিক বিশ্লেষণে ফলপ্রদ গবেষণা (Operation Research) ও সিদ্ধান্ত তত্ত্বের (decision theory) কৌশলসমূহের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল।

**অনুশীলন :**

একমালিকানা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সাথে সাথে অর্থসংস্থানের কার্যাবলীর ক্রমবিকাশগুলি আপনার নিজস্ব জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

## আধুনিক অর্থসংস্থানের প্রবৃদ্ধি (Growth of Modern Finance)

১৯৫০ -এর দশকের পর মূল্যায়ন মডেল (Valuation model) এর উন্নয়ন হল। আর এই মূল্যায়ন মডেল মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ -এর দশকের মধ্যেই আধুনিক অর্থসংস্থানের উন্নয়ন ঘটে। মূল্যায়ন মডেলের উন্নয়ন কল্পে মূলধন কাঠামো ও লভ্যাংশ নীতি প্রচলিত হয়। মূলধন বাজেটিং -এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অর্থসংস্থানে সমন্বিত প্রথার সৃষ্টি হলো।১৯৫৮ ও ১৯৬১ -তে মডিগিগুয়ানি ও মিলার (Modigliani & Miller) এই বিষয়ের উপর এক অপূর্ব প্রবন্ধ লেখেন যা তাত্বিক অনুসন্ধানকে আরোও বিকশিত করল, যা এখনও বিরাজমান।

১৯৬০ -এর দশকের প্রধান ঘটনা হল Portfolio Theory এর উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তার যথার্থ প্রয়োগ। প্রথম এই তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটান Markowitz ১৯৫২ সালে। তারপরেও এই তত্ত্বের আরোও অনেক প্রবৃদ্ধি ঘটে

Sharpe, Lintner, Fama এবং আরো অনেকের দ্বারা। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো- 'কোন বিশেষ আর্থিক সম্পত্তির ঝুঁকি তার সম্ভাব্য আয়ের আলোকে বিচার করা হবেনা বরং এই বিশেষ আর্থিক সম্পত্তির যে প্রান্তিক প্রতিদান আছে মোট ঝুঁকির (মোট সম্পত্তির) ভেতর তার ভিত্তিতে ঐ বিশেষ সম্পত্তির ঝুঁকির মূল্যায়ন করা হবে।' পত্রকোষের (Portfolio) অন্যান্য সম্পত্তির সাথে ঐ স্বতন্ত্র সম্পত্তির সম্পর্কের মাত্রার উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হবে যে ঐ সম্পত্তি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বা কম ঝুঁকিপূর্ণ।

Sharpe তার পত্রকোষতত্ত্ব ১৯৭০ -এর দশকে পুনঃসংস্কার করলেন। তিনি উন্নয়ন করলেন মূলধনী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ মডেল (Capital Asset Pricing Model)। এই মডেল অনুসারে, কোন নির্দিষ্ট মূলধনী সম্পত্তির ঝুঁকি পত্রকোষে সংরক্ষিত অন্যান্য সম্পত্তির সাথে মিশে যায়। ১৯৭০ এর দশকের বিখ্যাত অবদান Black & Seholes -এর পছন্দ করার ক্ষমতা মডেল (Option Model)। এই মডেল ব্যবহৃত হয় সম্পর্কযুক্ত আর্থিক দায়ের মূল্যায়নের জন্য। ১৯৮০ এর দশকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাপক প্রগতি হয়।

অর্থসংস্থানের ক্রমবিকাশ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে বিকশিত করেছে। যার ফলে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে তহবিল সংগ্রহ, বন্টন ও বিনিয়োগ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং মূল্যায়নে যুগে যুগে সহযোগিতা করেছে। এর ফলে শিক্ষাবিদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ পরিবর্তনশীল পরিবেশকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

**অনুশীলন :**

পঞ্চাশ দশকের পূর্ববর্তী ও পঞ্চাশ দশকের পরবর্তী সময়ে অর্থসংস্থানের প্রবৃদ্ধির মধ্যে মূল পার্থক্য কী আছে বলে আপনার মনে হয়? ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

**সারসংক্ষেপ :**

- বিংশ শতাব্দির (১৯০০সাল) গোড়ার দিকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অর্থায়নের (ফিন্যান্স) যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে অর্থসংস্থানকে অর্থনীতির বিষয়ের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হোত। সে সময় এবিষয়টি মূলধন বাজারের দলিলাদি, প্রতিষ্ঠান সমূহ ও প্রক্রিয়াগত বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।
- একাধিক কোম্পানির একত্রিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বড় ধরনের অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং মূলধন কাঠামো ব্যবস্থাপনা কোম্পানির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে পরিগনিত হয়।

## পাঠ-১.৪ ফার্মের বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যঃ মুনাফা সর্বাধিকরণ বনাম সম্পদ সর্বাধিকরণ

## Goal of Firm or Financial Management: Profit Maximization Vs. Wealth Maximization

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- একটি কোম্পানি বা ফার্মের লক্ষ্য কী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপক সে লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে কাজ করেন তা বলতে পারবেন;
- মুনাফা সর্বাধিকরণ কী ফার্মের মূল লক্ষ্য কিনা তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফার্মের 'সম্পদ' ও 'সম্পদ সর্বাধিকরণ' বলতে কী বুঝা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ফার্মের মূল্য বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য কী তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি ও তাদের বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐ কোম্পানি বা ঐ ফার্মের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো। কোম্পানির ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই পূর্বে উল্লিখিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

অর্থাৎ, কোম্পানির উদ্দেশ্যই ঐ কোম্পানির কাম্য আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি রূপরেখা (guide line) প্রদান করে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে বিনিয়োগ, অর্থসংস্থান এবং লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন একটি চলতি প্রক্রিয়া। একটি ফার্মের সর্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ফার্মের মালিকের বা মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (economic welfare)| ফার্মের মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলতঃ দু'টি পন্থা (approach) আছে। যে কোন ফার্মের যে দু'টি মূল উদ্দেশ্য আছে তা হলো-

- মুনাফা সর্বাধিকরণ (Profit Maximization)
- সম্পদ সর্বাধিকরণ (Wealth Maximization)

নিচে উদ্দেশ্য দুটির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

### মুনাফা সর্বাধিকরণ (Maximization of Profit)

কোন ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাধারণত সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা উৎপাদন করে তা বিতরণের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন মিটায়। এ প্রক্রিয়ার পেছনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মালিকদের জন্য মুনাফা অর্জন এবং তা সর্বাধিকরণ (Maximization) করা। মুনাফা সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আর্থিক ব্যবস্থাপক ঐ ফার্মের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যে কোন কোম্পানিকে হয় বাজার অর্থনীতি কিংবা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে কাজ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে অবশ্য মুনাফা অর্জন বা মুনাফা সর্বাধিকরণ প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সেখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যে দ্রব্যাদি বা সেবা প্রদান করা। কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে অর্থাৎ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমাজের সদস্যদের জন্য স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের দ্রব্যাদি বা সেবা প্রদান করে মুনাফা অর্জন বা মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে হয়।

আধুনিক ব্যবসা জগতে 'মুনাফা' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (i) মালিক সম্পর্কিত ধারণা (owner-oriented concept) (ii) পরিচালন সম্পর্কিত ধারণা (operational concept) |

(i) মালিক সম্পর্কিত ধারণা অনুযায়ী মালিকরা তাদের ফার্ম থেকে যে অংশ পায় তাই হচ্ছে মুনাফা। অপরপক্ষে (ii) পরিচালন সম্পর্কিত ধারণায় পরিচালন দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহ সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত উৎপাদনই হচ্ছে মুনাফা। দক্ষতার সঙ্গে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতাকে লাভ অর্জন ক্ষমতা (profitability) বলা হয়। বর্তমান আধুনিক ব্যবসাজগতে লাভ অর্জন ক্ষমতাকে একটি কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য

হিসেবে ধরা হয়। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে মুনাফা সর্বাধিকরণ তখনই হবে যখন কোন সম্পত্তি বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার মাধ্যমে কোম্পানির মালিকদের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। লাভজনক অনেকগুলি প্রকল্প বা সম্পত্তির মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি লাভজনক প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক সুবিধাজনক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মুনাফা সর্বাধিকরণ সম্ভব। মুনাফা সর্বাধিকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা নিচে আলোচিত হলো-

- অনেকে মনে করেন উৎপাদন খরচ এবং প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ কমিয়ে মুনাফা সর্বাধিকরণ সম্ভব। নিম্নমানের বা অল্প মূল্যের কাঁচামাল ক্রয় করে বা অদক্ষ শ্রমিক ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ কমানো গেলেও তাতে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান ঠিক রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। তার ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঐ দ্রব্যের চাহিদা কমে যায় এবং বিক্রয়ও কম হয়। এতে মুনাফা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যায়। উন্নত মানের কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে এবং উন্নতমানের দ্রব্য বা সেবা উপহার দিয়ে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি বা সর্বাধিকরণ সম্ভব।
- আবার অনেকে মনে করেন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফা বৃদ্ধি বা সর্বাধিকরণ করা যায়, যা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে দ্রব্য বা সেবার গুণগত মান উন্নত রেখে তা সম্ভব হতে পারে।
- দ্রব্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মুনাফা সর্বাধিকরণ করা সম্ভব হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বা বাজার অর্থনীতিতে ভোক্তাদের এবং বিক্রেতাদের ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যাবলী ও স্বভাব বা আচরণ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি ও সেবা উৎপাদনে সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একটি কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপকের কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ করে কোম্পানির মালিকদের মুনাফা সর্বাধিকরণের জন্য কোন সম্পত্তি বা প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক দক্ষতার প্রয়োজন। এভাবে সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে আর্থিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফালভ্যতা বা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপক প্রকল্প ও সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যেগুলি অধিক লাভজনক সেগুলি গ্রহণ করবেন, আর যেগুলি লাভজনক নয় সেগুলি বর্জন করবেন।

## মুনাফা সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত?
## (Rationale behind profit maximization as the goal of a firm)

- আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুনাফা সর্বাধিকরণ কোম্পানি বা ফার্মের উদ্দেশ্যের মাপকাঠি বা নির্দেশক হিসেবে খুবই সহজ। মুনাফা একটা অর্থনীতির অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ একটা অর্থনীতিতে বিরাজমান ফার্মসমূহের মালিক বা মালিকরা তাঁদের সম্পত্তি বা তহবিল বিনিয়োগ করে সমাজের চাহিদা মিটিয়ে সন্তোষজনক মুনাফা লাভ করতে পারলে এটা বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।
- অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমেই মুনাফা অর্জন সর্বাধিকরণ সম্ভব। অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিকরণ হলে অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব। বিনিয়োগকারী পায় মুনাফা, ভোক্তা পায় সন্তোষজনক দামে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা। অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় যা সঠিক সামাজিক কল্যাণেরই লক্ষ্য। আর এ কারণেই এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুনাফা সর্বাধিকরণ বা সর্বাধিক মুনাফালভ্যতা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সিদ্ধান্তের মূল মাপকাঠি হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনা শেষে আপনিও হয়ত বলবেন মুনাফা সর্বাধিকরণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে এই উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন। তাহলে আসুন সমালোচনাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই।

## মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের সমালোচনা (Criticism of Profit Maximization)

যদিও উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে যে কোন ফার্মের মুনাফা সর্বাধিকরণ ছিল মূল লক্ষ্য, বর্তমানে আধুনিক ব্যবসা জগতে এ লক্ষ্য সমালোচিত হচ্ছে। মুনাফা সর্বাধিকরণ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ফল। কিন্তু আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা সর্বাধিকরণকে কোম্পানির মূল লক্ষ্য বলা যায় না। উল্লিখিত সময়ে ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। ব্যবসা পরিচালিত হতো মালিকের নিজস্ব মূলধনে ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং তিনি তাঁর নিজের অর্থনৈতিক কল্যাণেই সীমাবদ্ধ থাকতেন, যা মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু আধুনিক ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি পেয়ে মালিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বেশ দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ব্যবস্থাপনা মালিকদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের পক্ষে কার্য পরিচালনা করে থাকেন। তাছাড়া ফার্মের অর্থসংস্থান হচ্ছে মালিকদের ও পাওনাদারদের মূলধন থেকে এবং কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছেন পেশাদার ব্যবস্থাপকেরা। তাছাড়া কোম্পানির সঙ্গে জড়িত থাকছেন ভোক্তারা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সরকার এবং সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ সমাজটা। এই পরিবর্তিত ব্যবসায়িক পরিবেশে মালিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পড়েছে পেশাদার ব্যবস্থাপকদের উপর যাঁরা উপর্যুক্ত সকল শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, বর্তমান উন্নত ও আধুনিক ব্যবসায়িক পরিবেশে মালিক, ভোক্তা, পাওনাদার, সরকার, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উপরের স্তরের ব্যবস্থাপনার সকলের স্বার্থ রক্ষা করে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ। তাই মুনাফা সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যকে একটি ফার্মের মূল, বাস্তব, যথোপযুক্ত ও মানবিক দিক থেকে সঠিক লক্ষ্য বলা যায় না। বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্য বাজারে অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়মূলক দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহে উৎসাহ দিয়ে থাকে যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষতিকর। তাছাড়া অধিক মুনাফা অর্জনের আগ্রহ সমাজে আয় ও সম্পদের অসম বন্টনকেও উৎসাহিত করে। অবশ্য পূর্ণ বাজার অর্থনীতিতে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যাদি ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে হয়। কোন অর্থনীতিকে পূর্ণ বাজার অর্থনীতিতে চরিত্রায়িত করা কঠিন, কদাচিত সম্ভব হলেও ফার্মের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা করে সার্বিক সামাজিক কল্যাণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে ফার্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা বাঞ্ছনীয় নয়।

তাছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে মূনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যকে মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের পরিচালন মাপকাঠি বা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা যায়না-

### (ক) মুনাফা ধারণার অস্পষ্টতা (Ambiguity or Vague)

মুনাফা শব্দটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মুনাফা বলতে কি স্বল্পমেয়াদী না দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা, করপূর্ব মুনাফা না কর প্রদান করার পরবর্তী মুনাফা, নীট মুনাফা না মোট মুনাফা, মোট মুনাফা না শেয়ার প্রতি মুনাফা বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। মুনাফার এরূপ বিভিন্ন ধারণাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কেউ আবার মূলধনের উপর মুনাফার হার, কেউ আবার শুধু স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার হিসাব করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ফার্মের ১০০টাকা দামের ২,০০০ শেয়ার আছে। অর্থাৎ, শেয়ার মূলধন = ২,০০০ ×১০০ = ২,০০,০০০টাকা। ধরা যাক, এই বিনিয়োগ করে গত বছর ফার্মটি নীট মুনাফা অর্জন করেছে ৪০,০০০টাকা। তাহলে, শেয়ার প্রতি মুনাফা বা আয় হবে ৪০,০০০ ÷ ২,০০০ = ২০টাকা। মূলধনের উপর আয় শতকরা ৪০,০০০ ÷ ২০০০০০ = ২০%। কিন্তু, অন্য ফার্মের যদি একই পরিমাণ শেয়ার মূলধন এবং আরো ২,০০,০০০ ঋণকৃত মূলধন বিনিয়োগ থাকে এবং মোট বিনিয়োগের উপর শতকরা ২০% হারে আয় করে যদি বছরে ৬০,০০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করে থাকে, তবে শেয়ার প্রতি মুনাফা হবে ৬০,০০০ ÷ ২০০০ = ৩০ টাকা এবং ফার্মের নিজস্ব মূলধনের উপর মুনাফার শতকরা হার হবে ৬০,০০০ ÷ ২,০০,০০০ = ৩০%।

উপর্যুক্ত আলোচনা ওবং উদাহরণ থেকে এটা পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, ‘মুনাফা' শব্দের অস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার কারণে এটাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এতক্ষণের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, মুনাফা সর্বাধিকরণ (profit maximization) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এই উদ্দেশ্যটির আরো কিছু সমালোচনা রয়েছে। আসুন নিচে এগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

## খ) মুনাফা অর্জনের সময় ও অর্থের সময়মূল্য বিবেচিত হয়না
**(Timing of profit and time value of money are ignored)**

মুনাফা সর্বাধিকরণকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করার অন্য একটি ত্রুটি বা বাধা হচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ বা হারে মুনাফা। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যায়। মনে করুন, একজন বিনিয়োগকারীর হাতে তিনটি বিকল্প বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে। তাঁদের অন্যান্য আর্থিক তথ্য নিম্নরূপ :

| প্রকল্প | প্রয়োজনীয় মূলধন (টাকা) | প্রকল্পের কার্যকাল (বৎসর) | বছরের মুনাফা (টাকায়) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম |
| ক | ৪০,০০০ | ৩ | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ২০,০০০ | - | - |
| খ | ৪০,০০০ | ৪ | ০ | ২০,০০০ | ১০,০০০ | ৩০,০০০ | - |
| গ | ৪০,০০০ | ৫ | ১৫,০০০ | ৫,০০০ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১৫,০০০ |

উপর্যুক্ত টেবিলে এটা লক্ষ্যণীয় যে, তিনটি প্রকল্পের মূলধন একই এবং মোট মুনাফাও একই পরিমাণ। যেহেতু বিভিন্ন সময়ের মুনাফার পরিমাণ বিভিন্ন রকম, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে মুনাফাকে কোম্পানির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাছাড়া অর্থের বর্তমান মূল্যের ধারণাটিকে বিবেচনা করা উচিত। উপর্যুক্ত তিনটি প্রকল্পের কার্যকাল ভিন্ন হওয়ায় এবং বিভিন্ন সময়ের মুনাফাও ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি প্রকল্পের ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফাকে অর্থের বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, যা মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যটি বিবেচনা করে না। উপর্যুক্ত প্রকল্প তিনটির মধ্যে প্রকল্প 'ক' এর ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফার বর্তমান মূল্য বেশি হবে এবং সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

## (গ) ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না (It ignores risk)

মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের আরেকটি অসুবিধা বা ত্রুটি হচ্ছে যে, এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ও মুনাফা অর্জনের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে যে ঝুঁকি আছে তা বিবেচনা করা হয় না। উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রকল্পের উদাহরণের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মুনাফা অর্জনের তারতম্য রয়েছে, যাকে ঝুঁকি বলা হয়। অর্থাৎ, মুনাফার তারতম্য বা অনিশ্চয়তার কারণে মুনাফা সর্বাধিকরণও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত কারণগুলির জন্য মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে একটি ফার্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

**অনুশীলন :**মনে করুন, আপনার হাতে তিনটি প্রকল্প আছে। 'ক' প্রকল্পে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৩ বৎসরে ৫০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন সম্ভব। 'খ' প্রকল্পে ৩,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে ৫ বৎসরে ২,১০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন সম্ভব। 'গ' প্রকল্পে ৪,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে ৪ বৎসরে ৩,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন সম্ভব। ক, খ ও গ প্রকল্পে মুনাফা না হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে ২৫%, ২০% ও ৪০% হলে, আপনি কোন প্রকল্পটি বেছে নিবেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

উপর্যুক্ত আলোচনায় আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে যদি মুনাফা সর্বাধিকরণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কোন্‌টি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আসুন নিচের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি।

## ২। সম্পদ সর্বাধিকরণ (Wealth Maximization)

একটি ফার্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং যথাযথ উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ফার্মের শেয়ারহোল্ডারদের বা শেয়ার মালিকদের তথা, ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ বা নীট বর্তমান মূল্য (Net present value) সর্বাধিকরণ। কোম্পানির বা ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐ কোম্পানি তার আর্থিক কর্মকান্ড বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এটি মুনাফা সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যের দুর্বলতাগুলি দূর করে সঠিকভাবে সম্পদের পরিমাপ করতে সক্ষম হয় বলে এ উদ্দেশ্যটি একটি সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। এটি ফার্মের মুনাফা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফার্মের দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, এর প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির পরিমাণ, এর শেয়ার মূল্য, লভ্যাংশ ইত্যাদি দ্বারা এ উদ্দেশ্য প্রভাবিত হয়।

একটি ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে ঐ ফার্মের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণকে বুঝায়। কোন বিনিয়োগের নীট বর্তমান মূল্য বলতে মুনাফার বর্তমান মূল্যের সমষ্টি ও বিনিয়োগের বর্তমান মূল্যের মধ্যবর্তী পার্থক্যকে বুঝায়। ইতিবাচক (positve) নীট বর্তমান মূল্যই (NPV) সম্পদের সৃষ্টি করে।

কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বা কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের সম্পদের পরিমাণ আমরা নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি-

$$NPV = W = \frac{A_1}{(1+k)^1} + \frac{A_2}{(1+k)^2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{A_n}{(1+k)^n} - C$$

$$\therefore NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{A_t}{(1+k)^t} - C$$

$A_1$, $A_2$, $A_n$ দ্বারা ঐ কোম্পানির বা বিশেষ প্রকল্পে নীট নগদ অন্তঃপ্রবাহ, K বাট্টার হার, C দ্বারা প্রাথমিক মূলধন এবং W দ্বারা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। উপর্যুক্ত সূত্র ব্যবহার করে যে কোম্পানি বা প্রকল্পের সম্পদের নীট বর্তমান মূল্য যত বেশি হবে, সেই ফার্মের বা প্রকল্পের সম্পদের বা শেয়ারের মূল্য তত বেশি হবে।

### সম্পদ সর্বাধিকরণ ফার্মের লক্ষ্য হওয়ার যৌক্তিকতা (Rationale behind Using wealth maximization as the goal of a firm)

সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যটি যে কোন কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের দুর্বলতাগুলি দূর করে আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয় বিবেচনা করে। তাই নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য সম্পদ সর্বাধিকরণই কোম্পানির সর্বজনস্বীকৃত লক্ষ্য :

### (ক) স্পষ্ট ধারণা (clear)

এ উদ্দেশ্যে মুনাফার ধারণার যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা দূর করে সম্পদের একটি স্পষ্ট ধারণা এবং তা পরিমাপের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অস্পষ্ট মুনাফার পরিবর্তে স্পষ্ট নীট নগদ প্রবাহকে (Net Cash Benefit or NCB) পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

### (খ) ঝুঁকি, সময় ও অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করা হয়

সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কোন ফার্মের বা প্রকল্পের নীট নগদ প্রবাহের সংখ্যাগত ও গুণগত দিকটি বিবেচনা করে। তাছাড়া নগদ প্রবাহের সময় মূল্যও বিবেচনা করা হয়, যা মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যে বিবেচনা করা হয় না। কোন বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ যত নিশ্চিত, ঐ নগদ প্রবাহ তত গুণসম্পন্ন এবং সম্পদের মূল্যও ততবেশি। ভবিষ্যত নগদ প্রবাহের অনিশ্চয়তা এবং সময়ের ভিন্নতা ও পরিব্যপ্ততা বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট বাট্টার হার দিয়ে ভবিষ্যত প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করা হয়। অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এবং সময়ের ব্যাপ্তি যত বেশি, উল্লিখিত বাট্টার হার (মূলধন খরচ) তত বেশি ধরা হয়। এ ব্যবস্থায় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সম্পদের মূল্য প্রতিফলিত হয়।

### (গ) শেয়ার মূল্যের ওপর গুরুত্ব (Focus on market price of share)

আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বই হচ্ছে মালিকের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ। অর্থনৈতিক কল্যাণ তখনই সম্ভব যখন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের মূল্য উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পায়, যা তাঁর শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমাপযোগ্য। অন্য কথায় বলা যায়, শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণই হচ্ছে সম্পদের মূল্য সর্বাধিকরণ যা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণের বিকল্প প্রতিফলক হিসাবে ব্যবস্থাপকের আর্থিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি।

**অনুশীলন :**

একটি নতুন ও প্রবৃদ্ধিশীল প্রতিষ্ঠান এবং একটি পুরাতন ও ক্রমহ্রাসমান মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা ফার্মের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। (অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দ)

অর্থসংস্থান বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কী তা নির্ধারণের জন্য একটি ফার্মের সার্বিক লক্ষ্যকে সামনে না রেখে বরং কোন বিশেষ আর্থিক সিদ্ধান্ত সামনে রাখা উচিত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে মুনাফা সর্বাধিকরণই ছিল সর্বজন গৃহীত তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য বা মাপকাঠি এবং সে সময় মুনাফাকেই অর্থনৈতিক দক্ষতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমান উন্নত এবং আধুনিক ব্যবসা জগতে যেহেতু মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যে বেশ কিছু দুর্বলতা রয়েছে, সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্য দ্বারা সে সব দুর্বলতাকে দুর করা সম্ভব হয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জন করে গোটা সমাজের এবং মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়েছে। এজন্য সম্পদ সর্বাধিকরণই হচ্ছে ফার্মের সর্বজন গৃহীত লক্ষ্য।

**সারসংক্ষেপ :**

- একটি ফার্মের সর্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ফার্মের মালিকের বা মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ।
- অর্থনীতিতে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যে দ্রব্যাদি বা সেবা প্রদান করা।
- প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমাজের সদস্যদের জন্য স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের দ্রব্যাদি বা সেবা প্রদান করে মুনাফা অর্জন বা মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে হয়।
- উৎপাদনের উপাদান সমূহ সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত উৎপাদনই হচ্ছে মুনাফা।
- দ্রব্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মুনাফা সর্বাধিকরণ করা সম্ভব হতে পারে।
- মুনাফা একটা অর্থনীতির অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে।
- মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব।
- আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা সর্বাধিকরণকে কোম্পানির মূল লক্ষ্য বলা যায় না।
- মুনাফা অর্জনের আগ্রহ সমাজে আয় ও সম্পদের অসম বন্টনকেও উৎসাহিত করে।
- মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না।
- ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐ কোম্পানি তার আর্থিক কর্মকান্ড বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।
- একটি ফর্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে ঐ ফার্মের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বা নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণকে বুঝায়।
- অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এবং সময়ের ব্যাপ্তি যত বেশি হয়, বাট্টার হার (মূলধন খরচ) ও তত বেশি ধরা হয়।
- সম্পদ সর্বাধিকরণই হচ্ছে ফার্মের সর্বজন গৃহীত লক্ষ্য।

# পাঠ-১.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব

## Social Responsibility of Financial Management

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির বা ফার্মের মূল লক্ষ্য অর্জন কীভাবে সম্ভব তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- কোম্পানির মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা হয় এবং তা কীভাবে সমাধান করা যায় তা বলতে পারবেন ।

যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জড়িত থাকে। যেমন- মালিক বা শেয়ারহোল্ডার, ব্যবস্থাপনা, সরকার, ক্রেতা, বিক্রেতা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি এবং সর্বপরি ভোক্তা। আর্থিক ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব পালন বলতে উপর্যুক্ত সকল গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা করে কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণকেই বুঝানো হয়। এ পাঠে উল্লিখিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠিসমূহের স্বার্থ রক্ষা করে কীভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক কোম্পানির মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব তাই আলোচনা করা হবে।

### সামাজিক দায়িত্ববোধ (Social responsibility/normative goal)

যেহেতু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও সমাজের সম্পদকে নৈপূণ্যের সঙ্গে বন্টনের ক্ষেত্রে সম্পদ সর্বাধিকরণ নীতি বা লক্ষ্য একটি যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে, সেহেতু আর্থিক সিদ্ধান্তসমূহ সেই আলোকেই নেওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিকভাবে একটি অর্থনীতির সঞ্চয় ও সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় মুনাফা (return) ও ঝুঁকিকে বিবেচনা করে এবং সেজন্যই বাজারে কোন ফার্মের শেয়ারের মূল্য মুনাফা ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতিফলন। মূলতঃ তাই মুনাফা ও ঝুঁকির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদের মূল্য সর্বাধিকরণই কোম্পানির মূল লক্ষ্য হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। তবে এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা এড়িয়ে যাওয়াও সমীচীন নয়। ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ করতে গিয়ে ভোক্তার স্বার্থ, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সুষ্ঠু কর্মচারী নিয়োগনীতি, নিরাপদ কার্যস্থল, কর্মচারীদের উন্নয়ন, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সার্বিক পরিবেশ, পাওনাদারদের স্বার্থ, সরকারের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ও যথাযথভাবে খেয়াল রাখা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। এ সকল সামাজিক দায়িত্ব পালন অনেক সময় মালিকদের মুনাফা ও সম্পদ সর্বাধিকরণের প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে অনেক সময় সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সমাজের বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অর্থনীতির সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পুরোপুরিভাবে দক্ষ না হওয়াই স্বাভাবিক। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাও পুরোপুরি পূরণ সম্ভব হয় না। অনেকে মনে করেন, এ দ্বন্দ্ব মেটানো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের আওতায় আসে না। সেক্ষেত্রে সমাজ বা সরকারী পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন। সরকারী ব্যবস্থায় দ্রব্যাদি ও সেবা উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে এবং সরকারী আইনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক দিকসমূহের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বা বিনিয়োগকারীদের সম্পদ ও মুনাফা সর্বাধিকরণে ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়।

**অনুশীলন :** কোন একটি প্রতিষ্ঠান এককভাবে জীবনরক্ষাকারী ঔষধ প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত থাকলে, সেই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য অর্জনে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসাবে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দ)

### ব্যবস্থাপনা বনাম শেয়ার মালিক (Management Vs. Stockholder)

সর্বদাই যে ব্যবস্থাপনা ও শেয়ার মালিকদের লক্ষ্য একই হবে তা ঠিক নয়। ব্যবস্থাপনা ও শেয়ার মালিকদের উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন হতে পারে। যেহেতু একটি কোম্পানির অনেক মালিক থাকেন যাঁরা কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে না, সেহেতু ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী পেশাদার ব্যক্তিবর্গ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন, যাঁরা সকল মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকেন। তবুও ব্যবস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রে মালিকদের স্বার্থের

কথা ভুলে গিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন। ব্যবস্থাপনা (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন) সর্বদা শেয়ার মালিকদের সম্পদ বা মুনাফা সর্বাধিকরণে নিয়োজিত না রেখে বরং কোম্পানির প্রবৃদ্ধি এমন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করেন যাতে তাঁদের চাকুরী ঠিক থাকে। নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনেক সময় তাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে হাত দেয় না, যদিও ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত মুনাফা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেহেতু মালিকেরা ব্যবস্থাপনাকে মালিকদের মুনাফা ও সম্পদ সর্বাধিকরণের দায়িত্ব অর্পন করে, সেহেতু ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে Jensen and Meekling -এর Agency Theory -তে বলা হয়েছে কীভাবে ব্যবস্থাপনাকে শেয়ার মালিকদের লক্ষ্য অর্জনের কাজে উৎসাহিত করা যায় ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের কোম্পানির শেয়ার প্রদান, ভালো আর্থিক সুবিধা, বোনাস ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং সময়ে সময়ে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নততর করার ব্যবস্থা করা উচিত। সাথে সাথে তাঁদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চলতি প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Monitoring) চালু রাখা এবং আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। E. F. Fama অবশ্য মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনাকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিং মালিক পক্ষ থেকে চাকুরীর বাজার বা Managerial Labour Market থেকেই আসে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপকের দক্ষতাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপক যদি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা করতে না পারেন তাহলে তাঁকে চাকুরী হারাতে হতে পারে। তাই ব্যবস্থাপক তাঁর শেয়ার মালিকদের মুনাফা বা সম্পদ সর্বাধিকরণে ব্যর্থ হলে প্রতিযোগিতামূলক চাকুরী বাজারে নিজের টিকে থাকাই অসম্ভব হবে। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, একটি কোম্পানি বা ফার্মের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের, যেমন- ভোক্তা, কর্মচারী, পাওনাদার, সরকার তথা গোটা সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে শেয়ার মালিকদের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করার উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে দক্ষ ব্যবস্থাপকের কাজ। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

### সারসংক্ষেপ :

- সমাজের বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অর্থনীতির সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পুরোপুরিভাবে দক্ষ না হওয়াই স্বাভাবিক।
- ব্যবস্থাপনা ও শেয়ার মালিকদের উদ্দেশ্য বিশেষ সময়ে ভিন্ন হতে পারে।
- যেহেতু মালিকেরা ব্যবস্থাপনাকে মালিকদের মুনাফা ও সম্পদ সর্বাধিকরণের দায়িত্ব অর্পন করে, সেহেতু ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

### রেফারেন্স বইসমূহ


- Block, S. B. & Hirt, G. A., Foundations of Financial Management. Homewood, Illinions: Richard D.Irwin, 1978.
- Gitman, L. J. & Moses, E. A., Financial Management : Cases, Minnesota: Went Publishing Co. 1987.
- Johnson, R. W., Financial Management, Boston: Allyn & Bacon, 1977.
- Kuchhal, S. C., Financial Management : An Analytical and Conceptual Approach, Allahabad : Chaitanya Publishing House, 1980.
- Khan, M. Y. & Jain P. K., Financial Management. New Delhi; Taka McGraw Hill Publishing Co., 1981.
- Pandey, I. M., Financial Management, New Delhi; Educational Books, 1986.
- Van Horne, J. C., Financial Management and Policy, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall International, 1983.
- Weston, J. F. & Brigham, E. F., Management Finance, New Delhi; Prentice Holt, Rivehart & Winston, 1969.

## ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

(১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(২) 'মুনাফা সর্বাধিকরণ' ও 'সম্পদ সর্বাধিকরণ' কে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের মানদন্ড হিসেবে ব্যাখ্যা করুন?

(৩) 'সম্পদ সর্বাধিকরণ উদ্দেশ্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের যথার্থ মানদন্ড'- মতামত দিন?

(৪) একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকর্তার কার্যাবলীর একটি বিবরণ দিন।

(৫) অর্থায়ন ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করুন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপক কীভাবে সমষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির নীতিগুলোর উপর নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা করুন।

(৬) হিসাববিজ্ঞান ও অর্থায়নের পার্থক্য কী ?

(৭) একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক কীভাবে একজন হিসাববিজ্ঞানীর উপর নির্ভরশীল? হিসাববিজ্ঞানের ফলাফল কীভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

(৮) শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশে কীভাবে অবদান রেখেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

(৯) 'পত্রকোষ তত্ত্ব আর্থিক ব্যবস্থপনাকে উপহার দিয়েছে আধুনিক উপকরণ।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

(১০) 'দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও পরিস্থিতি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতা ও কার্যাবলীকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্ম দিয়েছে।' -ব্যাখ্যা করুন।

(১১) যদি বলা হয়- 'মুনাফা সর্বাধিকরণই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত।' আপনি কি এই বক্তব্য সমর্থন করেন? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

(১২) 'সম্পদ সর্বাধিকরণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

(১৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা কী উপায়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে তা বর্ণনা করুন।

(১৪) ব্যবস্থাপনা ও শেয়ারমালিকের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(১৫) 'চাকুরির স্থিতিশীলতার দরূণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিহার করতে চায়।'বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।